R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

৬২শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৮২ সাল।
৩রা মার্চ, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

ষ্টেশন মাষ্টার বরখাস্ত

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার তারকনাথ রায়কে সম্প্রতি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। খবরে প্রকাশ পেয়েছে যে, ১৯৭৪ সালে দেশব্যাপী রেল ধর্মঘটে অংশ নেওয়ার অপরাধে রেল কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন।

অপর এক সংবাদে প্রকাশ, সারা দেশে জরুরী অবস্থা জারির পর রেলের টিকিট বিক্রি দ্বিগুণেরও বেশী বেড়ে গিয়েছে এবং ট্রেনগুলি নিয়মিত চলাচল করছে। এতে রেলের আয় বেড়েছে এবং যাত্রীরা অনিয়মিত ট্রেন চলাচলের দুর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন।

মোটর ভ্যান-মালগাড়ি সংঘর্ষে সি আর পি নিহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফরাক্কা ব্যারেজ : সম্প্রতি ফরাক্কা বাঁধের ওপারে খেজুরিয়ার দিকে চলন্ত মালগাড়ির সঙ্গে সি আর পি ভ্যানের সংঘর্ষ ঘটলে ৮ জন সি আর পি জখম হন। তাঁদের মধ্যে মহেন্দ্র সিং নামে একজন সি আর পির মৃত্যু ঘটে। অন্যান্যদের ফরাক্কা ব্যারেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অতিরিক্ত জমি ভোগকারী রায়তরা রিটারন্ দাখিল না করলে শাস্তি : ভূমি সংস্কার (সংশোধন) অর্ডিনান্স

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনে কতকগুলি সংশোধনী এবং অতিরিক্ত বিধান সংযোজিত করে রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (সংশোধন) অরডিনানস্, ১৯৭৬ জারি করেছেন। নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত জমি ভোগকারী রায়তরা রিটারন দাখিল না করলে বা ইচ্ছা করে অসম্পূর্ণ বা অশুদ্ধ রিটারন্ জমা দিলে দু বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় প্রকার সাজাই পাবেন। আগের আইনে এই অপরাধের জন্য মাত্র এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হত। যদি কোন ব্যক্তিকে রাজ্য সরকারের হেফাজতে ন্যস্ত কোনও জমি বে-আইনীভাবে দখল করতে দেখা যায় এবং জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাঁর ওপর নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও সেই জমি তিনি ছেড়ে না দেন অথবা যদি কোনও ব্যক্তি প্রকৃত অধিকারীকে (যাঁকে জমি বন্দোবস্ত করা হয়েছে) জমি অধিকার করতে বাধা দেন তাহলে সেই ব্যক্তিকেও এখন এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা দু হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় প্রকার সাজাই পেতে হবে। এই অরডিনানসে রাজস্ব আধিকারিকদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কোন্ রায়ত কতখানি জমি রাখতে পারবেন তা নির্ধারণকারী কোন পূর্বতন আদেশ সংশোধন করার এবং নতুন করে নির্ধারণ করার অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের আধিকারিকদের কাছে কেউ দরখাস্ত করলে বা নিজস্ব উদ্যোগেও তিনি তাঁর এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেনজার এবং রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাসে যাত্রী আসন সংরক্ষণের আরজি

বিশেষ প্রতিনিধি : জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে ওভার ব্রিজ ও রেলের ফিডার রোডে আলো অনুমোদনের দাবি জানাবার পর জঙ্গিপুর পুরসভা এবার নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেনজারে ৩টি এবং উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাসে ২টি যাত্রী আসন সংরক্ষণ ও রঘুনাথগঞ্জে ওই সমস্ত বাসের ষ্টপেজের আরজি জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সমীপে।

পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে লিখিত এক পত্রে জঙ্গিপুর পুরসভা বলেছেন, নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেনজার ট্রেনে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন থেকে অনেক যাত্রী কলকাতা যাতায়াত করে থাকেন। জায়গার অভাবে এই দীর্ঘ যাত্রায় তাঁদের নানারকম অসুবিধা ভোগ করতে হয়। নিউ ফরাক্কা জং এবং খাগড়া ঘাট রোড ষ্টেশনে এই ট্রেনে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। যাত্রী সাধারণের স্বার্থে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনেও নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেনজারে ৩টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক।

রাজ্য সরকারের পরিবহণ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী সচিবকে জঙ্গিপুর পুরসভার তরফ থেকে লেখা অপর এক চিঠিতে জঙ্গিপুর মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাসের ষ্টপেজের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের রায়গঞ্জ-কলকাতা ও মালদা-কলকাতা বাসগুলি এখন রঘুনাথগঞ্জ শহরের বাইরে ৩৪নং জাতীয় সড়ক দিয়ে যাতায়াত করছে। পুরসভা এই সমস্ত বাসের ষ্টপেজ রঘুনাথগঞ্জে দিয়ে এখানকার যাত্রীদের জন্য ২টি আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব দিয়েছেন। গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য বিভিন্ন মহল জঙ্গিপুর পুরসভার প্রশংসা করছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে ফাল্গুন বুধবার, সন ১৩৮২ সাল।

প্রচেষ্টা সাফল্যের পথে

জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের অভাব-অভিযোগ বিষয়ে আমরা একাধিকবার এই পত্রিকায় লিখিয়াছি। বর্তমানে একান্ত অভাব দুইটি : (এক) ওভার-ব্রীজ নির্মাণ, (দুই) এই ষ্টেশনে রেলের ফীডার রোডে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা। যাহা হউক, আমাদের প্রচেষ্টার আংশিক সাফল্য ঘটিবার সংবাদ আমরা ১৮ ফেব্রুয়ারীর পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি।

আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি জানাইয়াছেন যে, এই ষ্টেশনের দুই প্লাটফরম সংযোগকারী ওভার ব্রীজের ছক তৈয়ারীর কাজ শেষ হইয়াছে এবং তাহা বিভাগীয় সুপারিনটেনডেনটকে দেওয়া হইয়াছে। কনস্ট্রাকশন বিভাগের ইনজিনিয়ার নাকি পূর্ব রেলের চীফ ইনজিনিয়ারের নিকট ওভারব্রীজ নির্মাণের প্রস্তাব পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই ষ্টেশনে উভয় প্লাট-ফরমে যাতায়াতের ব্যাপারটি অতি সুকঠিন এবং তাহা জীবনের নিরাপত্তার বিশেষ পরিপন্থী হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ রোগী, বৃদ্ধ, শিশু ও নারীদের পক্ষে ইহা মহা সমস্যার ব্যাপার।

জঙ্গিপুর পুরসভা আমাদের প্রচেষ্টায় যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাও নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। যাত্রীসাধারণের এই অসুবিধা দূরী-করণের জন্য ওভারব্রীজ তৈয়ারীর কাজটি ত্বরান্বিত করিতে জেনারেল ম্যানেজারকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া-ছেন জঙ্গিপুর পুরসভা। পূর্ব রেলের চীফ ইনজিনিয়ারকেও তাঁহারা পত্র দিয়াছেন এবং আমরা ইতিপূর্বে যে লেখালেখি করিয়াছিলাম, ঐ পত্রে তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা পুরসভাকে ধন্যবাদ জানাই। প্রসঙ্গতঃ অনুরোধ করিব, পুরসভা যেন রেলবিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে পত্রাদি দিয়া এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করেন যাহাতে ওভারব্রীজ নির্মাণ ও পথ আলোকী-করণের কাজটি তাড়াতাড়ি হয়।

রেল বিভাগ এই আশু প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, আমরা আশা রাখি। যাত্রীদের দুর্গতি এবং শোচনীয় কোন ঘটনা যাহাতে ঘটিতে না পারে, তাহা সকলেরই কাম্য। আর সেই জন্যই ওভারব্রীজ নির্মাণের বিষয়টি যাহাতে বিলম্বিত না হয়, তজ্জন্য আমরা রেলদপ্তরের সহানুভূতি প্রার্থনা করি। ওভারব্রীজ নির্মাণ এবং পূর্বোক্ত ফীডার রোডে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা—এই দুইটি কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সম্পন্ন হইলে যাত্রী-সাধারণ সবিশেষ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

কর্মশিক্ষায় গ্রামবাঙলা

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় চতুর্থ গ্রুপ (১০০নং) অর্থাৎ 'কর্মমুখী শিক্ষা' নিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নানা রকমের সরস রচনা আপনারা নিশ্চয় পড়েছেন, আর হয়তো ভেবেছেন এবারের এই পরিবর্তিত নতুন শিক্ষা-ক্রমে ছেলেদের শিক্ষার মেরুদণ্ড শক্ত হল। সত্যি কি তাই? আনমনে একবার ভেবে দেখেছেন কি যে, এই পরিবর্তিত শিক্ষাক্রম কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, হচ্ছে, হবে? যা হবে তা ওই উন্নত এবং শহরের কিছু কিছু স্কুলে যার আঁচ পল্লীগ্রামের স্কুলে এসে কোনদিন পৌছাবে না—অথচ দেশের অধিকাংশ স্কুলই গ্রামে। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি সত্যেন্দ্রমোহন চাটার্জীর বহু দিনের স্বপ্ন নাকি এই কর্মশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো, স্কুলে স্কুলে। কিন্তু তিনি ভাবেননি যে, 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো'তে এই কর্মমুখী শিক্ষা কতদিন টিকবে। আমিও একজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বলেই এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। আমাদের এই গ্রামবহুল গরীব দেশের পক্ষে এই সব পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র। —সাধনকুমার দাস

(দশম শ্রেণী), ভৈরবটোলা।

প্রশ্নের প্রশ্ন

নতুন সিলেবাসে ১০০ নম্বরের গণিতে সংরক্ষিত হয়েছে ৭০ নম্বর পাটিগণিতে ও ৩০ নম্বর জ্যামিতিতে। নতুন নিয়মে প্রশ্নের ধাঁচও স্থির হয়েছে দু'ভাবে। প্রথমটি অবজেকটিভ টাইপ, দ্বিতীয়টি এসে টাইপ। কিন্তু সাগর-দীঘি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গত বছরের ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত পরীক্ষার যে প্রশ্নপত্রটি হাতে এসেছে, তাতে জ্যামিতি বিভাগে ৩০ নম্বরের পরিবর্তে মাত্র ২ নম্বর নির্দিষ্ট হয়েছে। আর মডারেট করতে গিয়ে প্রশ্নপত্রটির 'খ' বিভাগে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। যেমন : ৯নং প্রশ্নে বলা হয়েছে 'চিত্রসহ সংজ্ঞা লিখ (যে কোন ৫টি) :— বৃত্ত, চাপ, জ্যা, বিপ্রতীপ কোণ, লম্ব, স্থূলকোণী ত্রিভুজ, সামন্তরিক, রম্বস এবং মধ্যমা।' আবার ওই বিভাগেরই ১০ এর 'অথবা' প্রশ্নে বলা হয়েছে 'বৃত্তের সংজ্ঞা লিখ। একটি বৃত্ত অঙ্কন করিয়া উহার কেন্দ্র, ব্যাস, ব্যাসার্ধ, জ্যা, চাপ ও পরিধি চিহ্নিত কর।' অথচ একটু যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য করলে প্রশ্নকর্তা সহজেই ধরতে পারতেন যে, দুটি প্রশ্নেই 'বৃত্ত, চাপ ও জ্যা'-এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। নতুন পাঠ্যসূচীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রশ্নকর্তাদের কাছে আগামী পরীক্ষা-গুলিতে প্রশ্নপত্রে এ ধরনের ত্রুটি সংশোধনে সচেষ্ট হতে অনুরোধ জানাই। —জনৈক প্রাক্তন ছাত্র,

সাগরদীঘি স্কুল।

বন্যেশ্বর শিব

— ঠাকুরদাস শর্ম্মা

"নগর বারণাবত পুণ্যক্ষেত্র গণি।
প্রত্যক্ষে বৈসেন তথা দেব শূলপাণি॥"

কাশীরাম দাসের মহাভারতে বর্ণনা রয়েছে বারণাবত মহানগরীর পুণ্যক্ষেত্রে শিব চতুর্দশীতে দেব শূলপাণির পূজার নিমিত্ত পঞ্চপাণ্ডব মাতার সঙ্গে বারণাবত নগরীতে আসেন এবং সেখানে দুর্যোধন কর্তৃক জতুগৃহ দাহন-রূপ ষড়যন্ত্রের শিকার হন। এই বারণাবতই কি বর্তমানের 'বারাগ্রাম' এবং সেই প্রাচীন শিবই কি বন্যেশ্বর শিব? বন্যেশ্বর ও দক্ষিণগ্রামের সন্নিকটবর্তী এই বারাগ্রাম। এককালে অতি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। বারাগ্রাম এককালে বৌদ্ধ সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল, তার প্রমাণ বারাগ্রামের পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে ভাঙ্গা বৌদ্ধ-মূর্তিগুলির মাঝে। এই গ্রামের আশেপাশে লোক কাহিনীতে আজও শ্রুত হয় যে এই বারাগ্রামই সে যুগের বারণাবত এবং এখানেই জতুগৃহ নির্মিত ও দাহ হয়। গুহা পথে নির্গত হ'য়ে পঞ্চপাণ্ডব ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হন এবং নদীপথে অসুর ও দৈত্য অধ্যুষিত বনঅঞ্চলে প্রবেশ করেন। এই ভ্রমণ সময়েই তাঁরা হিড়িম্ব ও বকাসুরকে বধ করেন। রাঢ় অঞ্চলে বকাসুরের ঘটনা বর্ণিত একচক্রা নামে পরিচিত গ্রাম এখনও রয়েছে। কোটাসুর গ্রামে আজও রাক্ষসের হাঁটুর হাড় বলে বর্ণিত হয়ে শিলাভূত ফসিল হিড়িম্বের হাড়ের স্মৃতিচিহ্নও হতে পারে। কাহিনীগত সত্যতা অবশ্য এর দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় না। তথাপি এই কাহিনীর তথ্য মত প্রাচীন বন্যেশ্বর শিবকে পাণ্ডব আমলের বহু খ্যাত বারণাবতস্থিত পুণ্যক্ষেত্র গণনা করলে খুব একটা অনুচিত হয় না। বিশেষ করে এই শিবের সম্মুখের পশুবলি এই শিবের অনার্যত্বকে সমর্থন করে। বৈদিক শিব সাত্ত্বিক এবং অহিংস, সেখানে পশুবলি দেখা যায় না। কিন্তু কৌমসংস্কৃতির লিঙ্গ-প্রতীকী শিবের কাছে পশুবলি স্বাভাবিক ঘটনা। কেননা বঙ্গ আর্যপূর্ব জাতিদের মধ্যে যে কোন দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পশুবলির বহুল প্রচলন ছিল। অতএব এই বন্যেশ্বর শিব যে সুপ্রাচীন এমন কি আর্য সভ্যতার প্রসারেরও পূর্ব হতে পূজিত হ'য়ে আসছেন, এই পশুবলিই সে তথ্য প্রমাণে সাহায্য করে। তাই সে যুগের বারণাবতের চৌহদ্দির মধ্যে বন্যেশ্বর শিবের মাহাত্ম্য শ্রবণ ক'রে পঞ্চপাণ্ডবের এখানে আগমনের কাহিনীকে সত্য ধরে নিলে বন্যেশ্বরকে মহাভারতে বর্ণিত পুণ্যক্ষেত্র বলে ধরা যেতে পারে। আজও শিব চতুর্দশীতে এই মন্দির প্রাঙ্গণ লক্ষ লক্ষ ভক্ত তীর্থ-যাত্রীর হর হর ধ্বনিতে মুখরিত হয়, মেলা বসে। দূর দূরান্ত হ'তে আসে যাত্রীদল তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজিয়ে দেব শূলপাণির কৃপালাভের আশায়।

দেওয়ান কীর্তি দত্ত

জঙ্গিপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারী—গত ২১ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় টাউন ক্লাব হলে জঙ্গিপুরের বিস্মৃত ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় 'দেওয়ান কীর্তি দত্ত' জীবন আলেখ্য নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। সাহিত্যিক সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল রচিত নাটকটি পরিচালনা করেন হরিপ্রসাদ মুখারজি। নাটকটি স্থানীয় দর্শকদের সমাদর লাভ করে বিশেষভাবে

বিনা অনুমতিতে মাইক বাজানো নিষিদ্ধ

বিশেষ প্রতিনিধি, রঘুনাথগঞ্জ: জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক ১৪৪ ধারা বলে জঙ্গিপুর পুর এলাকার মধ্যে যথেচ্ছ মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ২৬ ফেব্রুয়ারী ঘোষণার দিন থেকে এই আদেশ কার্যকর করা হয়েছে এবং শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় সকলে যাতে এই আদেশ মেনে চলেন তা দেখার জন্য রঘুনাথগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। সরকারী প্রচার বিভাগকে এর আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে যে, এর পর থেকে যাঁরা মাইক ও লাউড স্পীকার বাজাতে চাইবেন মহকুমা শাসকের কাছ হতে তাঁদের অনুমতি নিতে হবে।

অলক্ষে

টগরদা খোঁড়াতে খোঁড়াতে গলি দিয়ে বার হলো, একেবারে ছোট পোনা ন্যাংটো ল্যাট্‌কা বাপের পিছন পিছন হাঁটছে আর দুপাশে চোখ রেখে খুঁজছে রাংতার চাকতি, মার্বেল, ভাঙা আংটি, লাট্টুর হুল; ল্যাট্‌কা যা দেখে তাই কুড়িয়ে রাখে খাটের নীচে পিছন দিকের অন্ধকারের মধ্যে। টগরদা বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালো একটু, দু' পাশে চাইলো, রোববার সকালে বসন্ত কেবিনের আড্ডা ঠিকই বসেছে, ফুটপাথে চেয়ার প্রচুর হাসি সিগারেট চা রাজা মারি উজির মারি, শালা, টগরদা ভাবলো, শালা বেশ আছে সবাই। রামবিলাস সেলুনওয়ালা জিজ্ঞাসা করলো, ক্যা্, দাদা কাঁহাসে গির গ্যয়া থা? টগরদা হাসলো, ল্যাট্‌কার হাত ধরে দাঁড়ালো, বল্লো, কুছ্ খবর-উবর হ্যায়? শালা গির গ্যয়া থা ঘুচ্চিকা পিছে। সেলুনে চুল কাটছিলো ভোতন, টগরদা এতক্ষণ দেখতে পায়নি, ভোতন বল্লো, এই টগরা, দাঁড়া, তোর এখনো বয়হুড্ কাটলোনা রে? তোর শালা আক্কেল — টগরদা ল্যাট্‌কাকে বল্লো, যা কাকুর কাছে বোস্‌গে, গলা উঁচু করে বল্লো, ভোতন আমি যাচ্ছি, তুই একে গলিতে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে আসবি—

টগরদা খোঁড়াতে খোঁড়াতে চল্লো। অনেকটা সময় নিলো টগরদা, বাজার ফেরতাদের ভীড়, চ্যাংড়াদের গুলতানি, শব্দ চেঁচামেচি গাড়ী শালা

নির্দোষ সাব্যস্তে অব্যাহতি

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ৪ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর বিচার বিভাগীয় আদালতের বিচারপতি এ, কে, বিশ্বাস অবৈধ জমায়েত, আটক, চুরি প্রভৃতির অভিযোগ থেকে রঘুনাথগঞ্জ যুবকংগ্রেস সাঃ সম্পাদক বামাপদ দাসসহ ৭ জন যুবকর্মীকে অব্যাহতি দিয়েছেন। সৈয়দ নুরুল ইসলাম ও বজলে নুরে আলম গত ২/১/৭৪ তারিখ রঘুনাথগঞ্জ থানায় আসামীদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ এনেছিলেন। বিচারপতি তাঁর রায়ে অভিযুক্ত আসামীদের সম্পূর্ণ নির্দোষী সাব্যস্ত করে বলেছেন যে, আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা তাদের অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারায় তাদের উপরোক্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোল।

চারণ-কবি গুরুতর অসুস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগরদীঘি: চারণ-কবি গুমানী দেওয়ান গুরুতর অসুস্থ। তিনি এখন তাঁর নিজের গ্রাম জিনদীঘিতে রোগশয্যায়। কথা বলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কবির অসুখের খবর পেয়ে অনেকে তাঁকে দেখতে যাচ্ছেন।

হরেক চিড়িয়া, টগরদা মনে মনে হাসলো। কর্পোরেশনের ময়লা ফেলা গাড়ীর ড্রাইভার টগরদা গালে একবার হাত বুলালো, দাড়ি কড়কড় করছে, চোখ লাল হলুদে মিশে একটা বিচ্ছিরি ঘোলাটে, উঁচু নাক, ভাঙা গাল, একটা ঘরে গাদাগাদি করে থাওয়া, শুয়ে থাকা, ধুঁয়ো, একটা কলে বস্তির বালতির পর বালতির সারি, হা পিত্যেশ, লেকিন ঠিক হ্যায়, টগরদা নিজের অজান্তেই মাথাটা একটু নাড়লো উপর নীচে, কৈ বাৎ নেহি, বিলকুল ঠিক হ্যায়—

রাস্তা পার হয়ে ফুটপাথ ধরে হেঁটে টগরদা ঢুকে পড়লো আর একটা গলিতে। মটরের টায়ারের একটা ডিপো আছে এখানে। সবই রিজেকটেড্ টায়ার। এর মধ্যে গোল হয়ে এক জায়গায় অনেকগুলো মাথা ঘোরাফেরা করছে। টগরদা প্রথমে পাঁনুকে বল্লো, এক গ্লাস দে, একটা টায়ারে বসলো টগরদা, পান্নু ঝকঝকে ছোট কাঁচের গ্লাসে এক গ্লাস টলটলে চোলাই টগরদার হাতে দিয়ে গেলো। টগরদা গলা উঁচিয়ে ভজন ভাইকে বল্লো, ট্রেব্‌ল্ আর ডাব্‌ল্ কুইনেলা কিছু আছে? —সুধন্য

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ: গত ১৫ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় যুবক সংঘ ব্যায়াম মন্দির ও পাঠচক্রের পরিচালনায় একদিনের অকসন ব্রীজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী ও বিজিত জুটিদের চারটি সোনার আংটি এবং অন্য ১৪টি দলকে বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া হয়। একদিনে ২৫৬টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জেলায় রেকরড সৃষ্টি করে। চুনীলাল দাস ও জুটিকে হারিয়ে জঙ্গিপুরের শক্তি শিবির জুটি এতে জয়লাভ করে।

গত ৮ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ইউথ ক্লাবে একদিনের অকসন ব্রীজ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন যুবক সংঘের প্রশান্ত সরকার ও ননীগোপাল বসু। বিজেতা জুটিকে সোনার আংটি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এখানে ৮টি ক্লাব অংশ নেয়।

সংবাদদাতার আরও খবর: গত ২৪ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেনজি পারক সংলগ্ন জঙ্গিপুর হাই স্কুলের মাঠে জঙ্গিপুর কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

জলবেষ্টিত গ্রামের দুর্দশা

সাগরদীঘি, ২৬ ফেব্রুয়ারী— ফরাক্কার জল ছাড়ার পর থেকে এই ব্লকের সাত নম্বর বালিয়া অঞ্চলের উলাডাঙ্গা গ্রামটি দ্বীপের মত জলবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন এই গ্রামের প্রায় এক হাজার বাসিন্দা এর ফলে ভীষণ অসুবিধায় পড়েছেন। সমস্ত রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীদের আবাদযোগ্য অধিকাংশ জমি সেই জলে ডুবে যাওয়ায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের দুর্দশা আরো বেড়েছে। অপর একটি খবরে জানা গিয়েছে, ফরাক্কার জলে এই ব্লকের দামোস বিলসহ প্রায় হাজার একর জমি জলপ্লাবিত হয়েছে।

সকল প্রকার
ঔষধের জন্য
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন নং: আর, জি, জি ১৭

সৈনিক পরিবারের জন্য নতুন ব্যবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা: প্রাক্তন সৈনিক বা চাকরিরত বা মৃত সৈনিক পরিবারবর্গের সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে আলোচনার জন্য সৈন্য বিভাগের অফিসাররা প্রত্যেক মাসের ২৮ তারিখে সকাল দশটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত মহকুমা সদর থানায় অবস্থান করবেন। জঙ্গিপুর মহকুমায় উল্লিখিত সৈনিকদের যে সমস্ত পরিবার রয়েছেন তাঁরা মহকুমা সদর রঘুনাথগঞ্জ থানায় নির্দিষ্ট তারিখের নির্দিষ্ট সময়ে আলোচনার জন্য সৈন্য বিভাগের অফিসারদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। ফেব্রুয়ারী মাস থেকে প্রতি মহকুমার সৈনিক পরিবারদের জন্য এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
খেতে ভাল ★রেখা বিড়ি
★মুক্তা বিড়ি ★ মুকুল বিড়ি
ফোন—২৩
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার
সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস,
ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

বিড়ির সেরা
অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি
মুর্শিদাবাদ
বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

মদনগোপাল মেমানী
এণ্ড ব্রাদার্স
জেনারেল মার্চেন্টস্ এণ্ড
কমিশন এজেন্টস্
ধুলিয়ান ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—১৬

নুরপুরের অভিজ্ঞতা ঃ ফরাক্কা জল ছাড়লে গঙ্গা ভাঙছে আটকালে ভাঙছে না

নিজস্ব সংবাদদাতা, নুরপুর ঃ জঙ্গিপুর শহর থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে নুরপুর গ্রামে সর্বনাশা ভাঙনে গ্রামবাসীরা কীর্তিনাশার অদ্ভুত এক খেয়ালের কথা জানতে পেরেছেন। গঙ্গা ভাঙনের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, ফরাক্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষ যখন স্রোতস্বতী মূল গঙ্গায় জল ছাড়ছেন, ভাঙন তখন শুরু হচ্ছে। আবার যখন জল ছাড়া বন্ধ করছেন, ভাঙনও তখন বন্ধ হচ্ছে। জল ছাড়ার কথা গ্রামবাসীরা গঙ্গার জল কমা-বাড়া দেখে জানতে পারছেন। এবং এইভাবেই তাঁরা গঙ্গা ভাঙনের গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা এর পর হয়তো নুরপুর গ্রামের নতুন এই অভিজ্ঞতাকে ভাঙন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সহায়ক তথ্য হিসেবে কাজে লাগাতে পারবেন। গঙ্গা ভাঙনের কবলে পড়ে এই গ্রামের কয়েক শ' পরিবার এখন পর্যন্ত গৃহহারা হয়েছেন। এখানে ভাঙন অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে জঙ্গিপুর শহর বিপন্ন হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ভূমি সংস্কার অরডিনানস্

১ম পৃষ্ঠার পর

এই অরডিনানসের বিধানাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনে করেন যে নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত জমির অধিকারী যে সব রায়ত এখনও রিটারন্ দাখিল করেননি বা অসম্পূর্ণ বা অশুদ্ধ রিটারন্ দাখিল করেছেন তাঁদের রিটারন্ বা পরিপূরক রিটারন্ দাখিল করার সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সেইজন্য ঐ আইনের ১৪(ন) ধারা অনুসারে ৭(ক) ফরমে রিটারন্ দাখিল করার শেষ তারিখ ৩১ মারচ ১৯৭৬ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এর পরে আর শেষ তারিখের সীমা বাড়ানো হবে না।

সরকার আশা করেন যে, খেলাপকারী রায়তরা এই সুযোগ গ্রহণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেখানে যেমন প্রযোজ্য সেইমত রিটারন্ বা পরিপূরক রিটারন্ দাখিল করবেন। সরকার আরও আশা করেন, বেআইনী-ভাবে সরকারী জমি ভোগদখলকারী ব্যক্তিরা সরকার যখনই চাইবেন তখনই উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কাছে ঐ সব জমির অধিকার প্রত্যর্পণ করবেন যাতে নতুন অরডিনানস্ বলে নিবর্তনমূলক দণ্ডাদেশগুলি তাঁদের উপর প্রয়োগ করতে সরকার বাধ্য না হন। —নিউজ ব্যুরো

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

মোকর্দমা নং—১৯৩/৭৫ স্বত্ব

বাদী ফণিভূষণ দাস বিবাদী থানা সুতী অধীন ফরিদপুর, যদুনন্দনপুর, মহাতাপপুর, কুমড়াপুর সাকিমের অধিবাসিবৃন্দ অজেদ আলি সর্দার দিগর। এতদ্দ্বারা থানা সুতী অধীন ফরিদপুর, যদুনন্দনপুর, মহাতাপপুর ও কুমড়াপুর সাকিমের অধিবাসিবৃন্দকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত বাদী উপরোক্ত গ্রামবাসিগণ পক্ষে অজেদ আলি সর্দার দিং বিরুদ্ধে দেঃ কাঃ আইনের অরডার ১ রুল ৮ মতে স্বত্ব থাকা সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বাবদ মোকর্দমা দায়ের করিয়াছেন। এ মতে উক্ত গ্রামবাসী পক্ষে নিজ পরিচিত মত সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন দাবি-দাওয়া থাকিলে আগামী সন ১৯৭৬ সালের ২৪।৩ তারিখে অত্রাদালতে হাজির হইয়া বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিলে উক্ত মর্মে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া গেল।

তপশীল

জেলা মুর্শিদাবাদ থানা সুতী মৌজে ফরিদপুর মধ্যে দাগ নং ২৯ পরিমাণ ১'০০ মধ্যে ৫০ শতক অদ্য সন ১৯৭৬ সালের ২।৩ তারিখে আদালতের মোহরযুক্তমতে দেওয়া গেল।

By Order of the Court,
Sd/- B. Lala, Sheristadar,
1st. Munsif's Court, Jangipur.

হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কুষ্ঠ রোগীর জন্য ৩২টি শয্যাযুক্ত টেম্পোরারি হসপিটাইল-জেশন ওয়ার্ড স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছেন। বহরমপুরের রাও জে. এন, রায় হাসপাতালসহ রাজ্যের তিনটি হাসপাতালে এই সুবিধের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। —নিউজ ব্যুরো

জঙ্গিপুর সংবাদ

(সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র)

১৯৫৬ সালের সংবাদ-পত্র রেজি-ষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ ঃ—

৪নং ফরম ১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়—"জঙ্গিপুর সংবাদ" কার্যালয়, পাণ্ডিত-প্রেস, চাউলপটী পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ) ২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—সাপ্তাহিক ৩, ৪, ৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম—শ্রীঅনুত্তম পণ্ডিত, জাতি—ভারতীয় নাগরিক, বাসস্থান—চাউলপটী. পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ ৬। এই সংবাদ-পত্রের স্বত্বাধিকারী অথবা যে সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—স্বত্বাধিকারী—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডিত ও শ্রীঅমলকুমার পাণ্ডিত, পণ্ডিত-প্রেস, চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)।

আমি শ্রীঅনুত্তম পণ্ডিত, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাঃ—শ্রীঅনুত্তম পণ্ডিত, প্রকাশক
রঘুনাথগঞ্জ, ৩রা মার্চ, ১৯৭৬

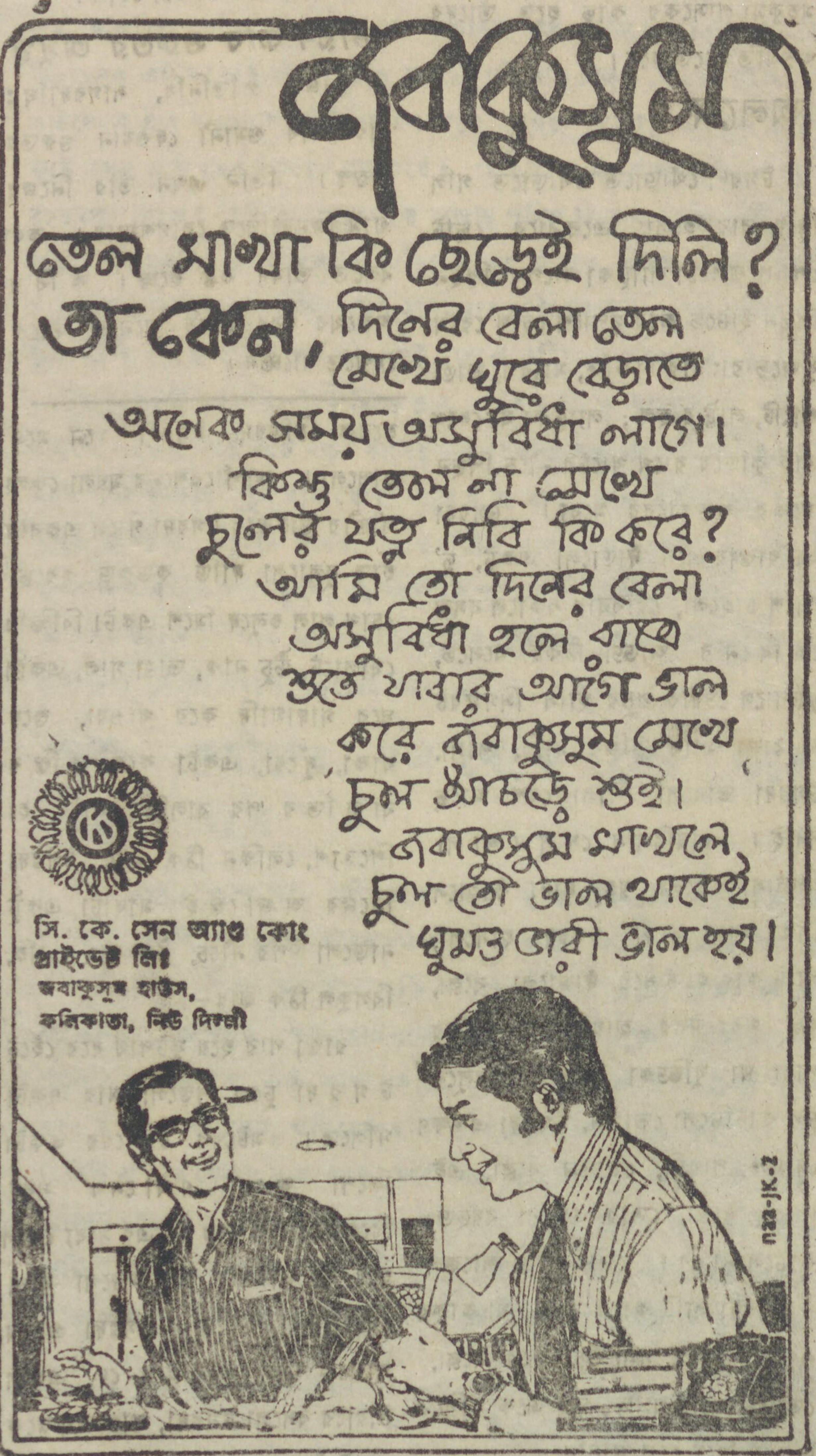

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।